

স্বামী নগিমানন্দ পরমহংসদেবে নরিন্দশে

"গুরুর মরণ নহে—গুরু সাক্ষী, চতো, কবেল এবং নরিন্গুণ। সুতরাং গুরুর চোখে কোন সময়, তোমরা ধূলিনিক্ষেপে করতে পারবে না। গুরু শিষ্যের প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টির মধ্যে চলেন। গুরু স্থূল-দেহধারী হলেও অন্তর্যামী। এই কথাটি তোমরা কোন সময় ভুলে যাবে না। আমার আদেশ— উপদেশের অবমাননা করলে, আমারই অবমাননা করা হয়। গুরুর প্রতি অবজ্ঞা করলে পরম দয়াল গুরু শিষ্যকে ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু জগদ্গুরুর হাত হতে কারো পরিত্রাণ নহে। তিনি পদমর্যাদা রক্ষার দরুন নরিন্দয়। ভাবে শাসনদণ্ড

পরচালনা করেন। স্থূলভাবে আমাকে ফাঁকি দিতে পার, কিন্তু আমার ভতির ফলদাতা, অন্তর্যামীরূপে যিনি বিরাজিত আছেন, তাকে তোমরা কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারবে না। আমি স্থূলদেহে ছাড়াই আর কিছু দেখতে পাব না, এরূপ ধারণা যাদের, তারা গুরুকেও নজিদের মত অজ্ঞানী বলে ভাবে। যদি গুরু সম্বন্ধে কারো এইরূপ ধারণা হয়, থাকে, তাহলে আমি প্রত্যক্ষভাবে তোমাদের উপদেশে দিচ্ছি, তোমরা তোমাদের সেই ভ্রান্ত ধারণা অন্তর হতে বলিপ্ত কর।" শ্রীমৎ স্বামী নগিমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবে।

বীর্যক্ষয়, হইলে ভাব - ভক্তি সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। স্বামী নগিমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবে। সাত্ত্বিকি আহারের অশেষ গুণ। পট্টাণকি যুগে তাহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। আতপ তণ্ডুল ও কাঁচাকলা খাইয়াই জ্ঞানগরিস্থিৎ ঋষিশিষ্যে বশিস্থিৎ, ব্যাস, পতঞ্জলি, জৈমিনি প্রভৃতি মহাত্মারা আধ্যাত্মিকি জ্ঞানালোকে ভারতবর্ষ। আলোকিত করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ইহাই প্রমানতি হয়, আতপ চাল এবং কাঁচা কলা খাইয়া ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা অচিন্ত্যনীয় জায়গায় পট্টাছেলিনে আমাদের পূর্বপুরুষগণের অনেকই। আর আমরা ডিম্ব, মৎস্য, মাংস সর্বভুক প্রানী শিষ্যগণ কতটা নীচে অবস্থান করিতেছি একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। চৌদ্দ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াই রামানুজ লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের বধসাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন। একবংশিতবার ক্ষত্রয়ি-হননকারী পরশুরামের অমতিবক্রম কুমার ব্রহ্মচারী ভীষ্মের নিকট অবনত হইয়াছিল। এরপরে বেশেদিনের কথা নয়, বর্তমান যুগের প্রফসোর রামমূর্ত্তির অলৌকিকি পরাক্রমের কথা কাহারও অবদিত নাই। এবং তাহাও ব্রহ্মচর্য্যের ফল। শ্রীযুক্ত তলিক, গোখলের ন্যায়, কয়টি বাঙালীর মাথা পরিস্কার ?

তাই ঠাকুর মহারাজ লখিলেন যে, ইউনভার্সিটি হইতে আজকালকার জীবগণ প্রায়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক ইত্যাদি শূন্য হইয়া বাহরি হইতেছে। পুরুষের ধাতুদৌর্বল্য-প্রমহে আর নারীর বাধক-প্রদর নাই, এমন বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ কয়জন আছে জানি না।

শ্রী শ্রী ঠাকুর মহারাজ এরপর ব্রহ্মচর্য্যসাধনের সহায়ক কিছু সাধারণ আসন, কিছু সাধারণ প্রাণায়াম, কিছু সাধারণ মুদ্রা কঠোর থেকে গৃহী, গৃহিণী সকলের জন্য প্রতাপালনের আদেশ দিলেন। তিনি লিখিছেন যে আসন, প্রাণায়াম ও মুদ্রাসাধন দ্বারা কী উপকার হয়, তাহা কিছুদিন অভ্যাস করিলেই বুঝিতে পারবি। কারণ এইগুলি পুরো বজ্রাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণিত। তিনি লিখিলেন যে এতে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার সহিত অনেকে দুঃসাধ্য রোগ থেকে মুক্তি পাইবে। আমার "

যোগীগুরু " পুস্তকে বসিতারতি প্রমাণ দিয়াছি। আসনগুলি খুবই সহজ, পদ্মাসন, সন্ধিপাসন, পশ্চিমোত্তাসন এবং সিংহাসন। প্রথমে এক দুই মিনিট করবি, পরে সময় বাড়াইবে, গৃহী এবং গৃহীনিগনরে যটো সুবধি হয়। একটি, দুটি করলিও সুফল মলিবি। সুফল হয়ছে কনি তার লক্ষন,

ততো দ্বন্দ্ববোহনভাষিতঃ। পাতঞ্জল-দর্শন

অর্থাৎ শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বারা অভিজ্ঞ হইতে হয়। ব্রহ্মচর্য পালনের বিশেষ সহায়ক।

প্রাণায়ামে রচেক, পুরক এবং কুম্ভক করিতে হয়। কিন্তু প্রথম প্রথম রচেক এবং পুরক করবি, তারপর কুম্ভকরে দকি এগোবে।

ইহাতে সুফল পষেছে কনি তার লক্ষন মুখে জ্যোতিঃ ফুটিবে এবং কহে যদি একটু উপরে ধাপে উঠবার চেষ্টা করে এবং তাতে কৃতকার্য হয়। তবে তাহাতে সুখের চরিত্র বসন্ত

হৃদয় অধিকার করে। এখন এই বদ্বি দখোইবার একজনও কটে লোকালয়ে নই তাই সহজ প্রাণায়াম প্রথম অভ্যাস করবি।

পরে উপরে দকি যাইতে পারবি। ইচ্ছা থাকলি শ্রীগুরু যদেকি দখি হোক সহায়তা করবিনে। তৃতীয় মুদ্রা সাধনে লখিলি য়ে মহামুদ্রা, শক্তচালনী মুদ্রা, যোনিমুদ্রা, উড্ডীনবন্ধ মুদ্রা, মূলবন্ধ মুদ্রা ও খচেরী মুদ্রা। এরমধ্যে শেষোক্ত মুদ্রা অর্থাৎ খচেরী মুদ্রা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কষ্টসাধ্য, খচেরী মুদ্রা দখোইবার একজনও নই। একমাত্র নিজের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সদগুরুর কৃপা ছাড়া ইহা অসম্ভব। কারণ ঐ মুদ্রার সুফল আমাদের নকিট অচিন্ত্যনীয়। অন্যান্যগুলিও করলি, যদি সবগুলো না পারো একটি করলিও অনেকে সুফল পাওয়া যাবে। তাই তিনি উপসংহারে লখিলি য়ে যুবকগণ ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া মরজগতে অমরত্ব লাভ কর। গৃহীগণ এবং গৃহীনিগন তোমরাও অনেকে উপকার পাইবে।

যুবকগণ সকালে দাঁত ব্রাশ করা, তারপর ব্যায়াম করা, তারপর সর্বাঙ্গে তল মাখিয়া শীতকালে উষ্ণজলে এবং গ্রীষ্মকালে শীতল জলে চান করবি। (বর্তমান সময়ে কলরে জলেই সব করিতে হইবে, কারণ কলরে জল ছাড়া অন্য জল বর্তমানে বখিরে সমান)।

গৃহী এবং গৃহীনিগনরে ক্ষেত্রেও সমান নিয়ম পালনীয়।

এরপর স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবে

সদ্বৃত্তির অনুশীলন করিতে আদেশ করলিনে। ইহা করি।

গুরুজনরে ও বৃদ্ধগণরে আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে। (অবশ্য বর্তমান সময়ে কিছু গুরুজন এবং বৃদ্ধগণ অন্যায় আচরণ করিতে বলিতে পারনে, সক্ষেত্রে বিচার করিয়া

গ্রহনযোগ্য না হইলে তাহা অন্যায় বলিয়া বুঝাইবে। তাহাতে ফল না হলে দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করবি।) দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পতিগণরে নিন্দা করবি না।

প্রাণগণরে উপকারী হইবে।

পরচিতি ও আত্মীয় ব্যক্তির সহিত দখো হইলে অগ্রে সম্ভাষণ করবি। উপযুক্ত কালে হিত, মধুর ও পরমিত কথা কহবি। কাহারও প্রতিবিদ্বেষবাক্য বা মথিবাক্য প্রয়োগ করবি না।

পরবর্ত্তী নরিদশে স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবে নরিদশে দখিছেনে য়ে

গুরুজনরে নকিট উচ্চ আসনে বসবি না। সভাস্থলে “জম্ভণ (হাই), উদগার, হাঁচি ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করবি না। স্তম্ভাদিতে ঠেসে দখি উপবশেন করবি না। উৎকট (উবু)

হইয়া কম্বা রুদ্র আসনে বসা উচতি নহে । বশিম ভাবে গুরীবাদশে রাখবি না।
গাত্র, নখ, মুখাদি বাজাইবে না। অকারণে কাষ্ঠ, লোষ্ট্র ও তৃণাদি অভিনিহন করবি
না বা ভাঙবি না ।

অর্থাৎ প্রয়োজন ছাড়া কাঠ, লাঠি এবং ঘাস ছড়িবিনো । এই ছোট ছোট উপদশে
গভীর তথ্য আছে)।

মুখের ফুৎকার দ্বারা অগ্নি জ্বালবি না। জলে

আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করবি না। উল্গ হইয়া জলে প্রবেশ করবি না।

দ্যুতক্রীড়া করবি না। মাদকদ্রব্য সেবন করবি না। গীতবাদ্যাদিতে আসক্তি
রাখবি না। অন্যের জামনি বা সাক্ষী হইবে না। (অর্থাৎ কোন মালিমোকদ্দমায়
নজিকে জড়াইবিনো)।

নদ্রা, জাগরণ, শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, যান,

হাস্য, কথন, মৈথুন (শ্রী ঠাকুর মহারাজ মৈথুন ব্রহ্মচর্য্য পালনের সময় একদম
পরতিযাজ্য এবং বিবাহতিদরে জন্য ব্রহ্মচর্য্যশ্রমের পর গার্হস্থ্যশ্রমের
আদেশ দলিলেন)।ও ব্যায়ামাদি কোন বিষয়েরই অতিসবো করবি না।

হতিকর আহার অভ্যাস করবি। (নরীমষি আহার, যক্ষেত্রে দুগ্ধ, মুগ ডাল,
শাকসবজি, প্রভৃতি হয় এবং ঐ নরীমষি আহারও পরমিতি পরমাণে ভক্ষন করিতে
আদেশ করলিনে)।বহুজনস্পৃষ্ট অন্ন বা পণকিরে (হোটলে-ওযালার) অন্ন ভোজন
করবি না।

হস্তপদাদি ধোত না করিয়া আহার করবি না। দ্বারাত্রির সন্ধি-সময়ে অর্থাৎ
প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে এবং সময় অতীত করিয়া ও নরীসনে আহার করবি না।
ভগ্নপাত্র বা অঞ্জলিপুটে জলপান করবি না।

স্বামী নগিমানন্দ পরমহংসদেবে এই নিয়মগুলি কঠোর থকে গৃহী, গৃহিণী সকলের
জন্য প্রতাপালনের আদেশ দলিলেন)।

লোম, নখ ঘন ঘন ছেদন করবি না। মস্তকদ্বারা ভার বহন করবি না। অন্যের
ব্যবহৃত বস্ত্র, মাল্য, পাদুকাদি ব্যবহার করবি না। মল-মূত্রের উপস্থিতি বগে
ধারণ করবি

না। অনুপযুক্ত স্থানে বা প্রকাশ্যভাবে মল-মূত্র ত্যাগ করবি না। গৃহীগণ এবং
গৃহিণীগণ এর জন্য আদেশ দলিলেন যে,

অধিক স্ত্রী-সঙ্গম (এখানও ঐ একই নিয়মে ব্রহ্মচর্য্যশ্রমের পর গৃহীর ক
করনীয় তাহাই অনুসরণ করিতে আদেশ করলিনে)করবি না। রজস্বলা, অকামা, মলিনা,
অপ্রিয়া, উচ্চবর্ণা, বয়োজ্যেষ্ঠা, হীনাক্ষী, ব্যাধিপীড়িতা, গর্ভিণী,
যোনিরোগগ্রস্তা, সগোত্রা, গুরুপত্নী, অগম্যা ও প্রব্রজিতা নারীতে গমন করবি
না।

শ্রী শ্রী ঠাকুর ১০৮ শ্রীমৎ স্বামী নগিমানন্দ পরমহংসদেবে লখিলেন যে

যাহারা শিক্ষার দোষে, বয়সের চাপল্যে এবং কুসংসর্গে পড়িয়া অত্যাচারের
নরকবহনতি ঝাঁপ দিয়াছে, আত্মশক্তি বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, শূত্রু অত্যাচার
তরল হইয়াছে এবং

ধারণাশক্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য পালন ব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর
নাই। স্বপ্নবকার, ধাতুদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি দুশ্চক্টিসা কুৎসতি রোগ জন্মলি আর
উপায় নাই ; ঐ ঐষধে এ রোগ আরোগ্য হয় না। ইহার একমাত্র উপায়, একমাত্র
চক্টিসা ব্রহ্মচর্য্য পালন।

শ্রীশ্রীনগিমানন্দ দেবের তৃতীয় গ্রন্থ ‘ব্রহ্মচর্য্য-সাধন’। তৃতীয়, হলও সারস্বত
গ্রন্থাবলীতে এইটি প্রথম গ্রন্থরূপে চহিনতি।

শ্রীশ্রীনগিমানন্দ দবে মনে করতেন যে আধভিত্তিক, আধদৈবিক, আধ্যাত্মিক যবে কোন ক্ষেত্রেই হক, মানুষকে শক্ত হয়। দাঁড়াতে গেলে, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে তার বনয়াদ শক্ত হওয়া দরকার। মানব চরিত্রের এই শক্ত বনয়াদ গঠনে দরকার ব্রহ্মচর্য চর্চা। তাই প্রাচীনকালে চতুরাশ্রমী ভারতীয় সমাজে ব্রহ্মচর্যের স্থানই ছিল মানুষ তরীর প্রথম ধাপ। শ্রীশ্রীনগিমানন্দ দবে তাই ‘যোগীগুরু’ ও ‘জ্ঞানীগুরু’ গ্রন্থ দু’খানি পূর্বে রচনা করলেও তাঁর গ্রন্থ তালকায়, প্রথমই স্থান দিচ্ছেন ‘ব্রহ্মচর্য-সাধন’ গ্রন্থকে। স্বামী নগিমানন্দ পরমহংসদবে পুস্তক পাঠের ক্রম নর্দশে করে দিচ্ছেন।

তাঁর রচিতি প্রধান পাঁচটি গ্রন্থ পাঠের ক্রম-নর্দশে করতে গিয়ে তনি বলছেন, ‘ধর্ম’ পাপিসু ব্য়ক্তি প্রথমতঃ আপন আপন বর্ণাশ্রমাচারের সহিতি ‘ব্রহ্মচর্য-সাধন’ গ্রন্থোক্ত ন্যিমাবলী পালন করলি ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি লাভ করতি পারবি ; এরপর স্বামী নগিমানন্দ পরমহংসদবে পরবর্তী আদশে দলিনে যে,

তৎপরে মনঃস্থিরের জন্য ‘যোগীগুরু,’ গ্রন্থোক্ত আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম ও কষুদ্র কষুদ্র সাধনাদি অভ্যাস করবি । তৎ সঙ্গে সঙ্গে আত্মজ্ঞানের জন্য ‘জ্ঞানীগুরু’ গ্রন্থোক্ত তত্ববচিার করবি, তৎপরে জীবনের চরম লক্ষ্য নর্দধারি হইলে, স্থূলভাবে ‘তান্ত্রিকগুরু’ গ্রন্থোক্ত কর্মানুষ্ঠান কম্বা সুক্ভাবে ‘যোগীগুরু’ বা ‘জ্ঞানীগুরু’ গ্রন্থোক্ত যোগ-সাধন করিয়া লক্ষ্যবস্তু উপলব্ধি করবি। এরপর শ্রী শ্রী ঠাকুর মহারাজ চরমতম আদশে দলিনে যে, তৎপরে এই ‘প্রমেকগুরু’ গ্রন্থোক্ত প্রমেক্তরি অমৃত-প্রবাহে ভাসিয়া গিয়া চরিদিনের জন্য লক্ষ্যবস্তুতে মগ্ন হইয়া নর্দবাণ-মুক্তি লাভ করবি।’

অচিন্ত্যনীয় উপদশে এবং ক্রম নর্দশে।

তাই শ্রী ঠাকুর মহারাজের গৃহী হব জনক, যাজ্ঞবল্ক, ব্যাস, বশিষ্ঠ এবং অম্বরীষ।

গৃহিণীগন হইবনে গার্গী, মৈত্রয়ী, লীলা, চূড়ালী, সূলভা, মদালসা ও অদ্ভূণ ঋষি কন্যা বাক্ প্রভৃতির মতো। তোমাদের সন্যাসীদের থকেও কঠোর জীবন যাপন করতি হইবে।

স্ত্রী, কন্যা, সন্তান সম্পরকে কঠোর থাকবি। গড়ালকি প্রবাহে সমাজের অন্যদের মতো চলা যাবে না। বৈদেশিক শিক্ষার পাশাপাশি সনাতন ধর্মের পাঠ একসাথে দিতি হব। ন্যিম পঞ্চক এবং সপ্ত বধিান পালন করতি হইবে। মঠ আশ্রম রক্ষা করতি হইবে। তোমার উপর কিছু তার আমবিহন করার জন্য পাঠিয়েছি। সংসারে যার প্রতি যাহা কর্তব্য তাহা সৎপথে থাকিয়া পালন করবি। কোন জরুরী কার্য ফলিয়া রাখবি না। এখান শ্রী শ্রী ঠাকুর মহারাজের কয়কেটি গুরুত্বপূর্ণ উপদশে প্রাসংগিক বলিয়া লপিবিদ্ধ করলাম।

১). সাংসারিক ভালবাসা প্রতারণা মাত্র। স্বামী, স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব সকলের ভালবাসাই চালাকি, স্বার্থের ব্যবসাদারী। একমাত্র গুরু-শিষ্যের ভাবই খাঁটি এর মাঝে আর কোনও প্রতারণা নাই। জগতে প্রাণ খুলে কারু কাছে কোনও কথা বলা যায় না, একমাত্র গুরুর কাছে বলা যায়। উপদশে-রত্নমালা। স্বামী নগিমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদবে।

২). স্ত্রীই আপাততঃ সুখাবৎ প্রতীয়মান হয়, কনিতু পরণামে বসিবৎ ক্লেশপ্রদ। পুত্রদারাদি মিত্র বলিয়া জ্ঞান হয়। কনিতু প্রকৃত পক্ষে তাহারাই (মিত্ররূপী) শত্রু।

৩). “স্ত্রী”ই এই সংসারের পুরুষকে সুরার ন্যায়।

মাহেতি করিয়া থাকে। যিনি কামাতুর, তাহাকেই মাহোন্ধ বলিয়া জানবি।
 উপদেশে-রত্নমালা - স্বামী প্রমোদনন্দ সরস্বতী। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৫৫।
 তিনি বলছেন যে এই উপদেশাবলি মনে মনে জানবি বাইরে দেখাবে সংসারের সবাই
 প্রিয়। সংসারে যার প্রতিযোহা কর্তব্য তাহা আমার উপদেশে মতো পালন করবি। এই
 উপদেশগুলি সমর্থনে নিজের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর
 মহারাজ তাঁর গুরুদেবের চরণে নব্বিদিন করলেন যে,
 আমার প্রথম গুরু সংসার□ অর্থাৎ পতি, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, মাতামহী,
 মাতৃস্বসা, আত্মীয়স্বজন। কেননা, তাঁহাদের ব্যবহারে বুঝলাম, মায়া মমতা
 স্বার্থের দাস। স্বার্থহানি হইলে পতি-□পুত্রস্নেহে বসির্জন দিতে পারেন, ভাই-
 ভগ্নী শত্রু, হইতে পারে, স্ত্রী-পুত্র□বুকে ছোঁরা বসাইতে পারে, পরে লপিবিদ্ধ
 করলেন যে মাতামহী-মাতৃস্বসা□বসি উদ্গীরণ করিতে পারেন, আত্মীয়-
 স্বজন□পদদলতি করিতে পারেন। যদিও সংসারে কোন অভাব অনুভব
 করি নাই, তথাপি অলক্ষ্যে কে যেনে জানাইয়া দিত, “সংসারে সকলেই স্বার্থদাস।”
 স্বার্থান্ধগণ কহেই দেখলেন না যে তাঁহাদের ব্যবহারে আমার হৃদয় কোন উপদানে
 গঠিত হইতছে।
 তাহার পর গুরুদেবের চরণে নব্বিদিন করিয়া আবার লখিলেন যে***
 আরও বুঝলাম, রোগে-শোকে মানবের পঞ্জরাস্থি ভগ্ন, হৃদয়ের রক্ত শুষ্ক ও
 মর্মগর্ন্থ শিথিল হয়। ক্রমে বুঝলাম, মহতে দরদ্র দেখিলে উপহাস কর□নরিন্ন
 বা ব্যাধি-
 গ্রস্তের কাতর প্রার্থনা পাগলের প্রলাপবাক্য বলিয়া উড়াইয়া দ্যে□দুঃখীর
 দীর্ঘনিঃশ্বাস দেখিয়া পাপের ফল বলিয়া ঘৃণা করে।
 হায় ! মনুষ্যহৃদয় দয়ামায়া, সহানুভূতি ও পরদুঃখকাতরতার পরবর্ত্তে কেবল
 হিংসা, দ্বেষ, নিষ্ঠুরতা ও পরশ্রীকাতরতায় পরপূর্ণ। সুতরাং প্রথম শিক্ষায়
 সংসারে বতীর্ণা জন্মলি।
 তাই বলতিছে “সংসার প্রথম গুরু।”
 শ্রী শ্রী ঠাকুর মহারাজ সংসার সম্বন্ধে পরস্কার সনাতন ধর্মের মত লখিলেন।
 কিন্তু আমরা এতটাই অধম যে তাঁহার ইচ্ছার কনামাত্রও অনুধাবন করিতে পারতিছে
 না।
 আত্মচেষ্টা এবং গুরুকৃপা ছাড়া এই নগিট তত্ত্ব এইসব হৃদয়ে ধারণ করা যায় না।